ইন্দ্রনীল অধিকারী

এখন রাত 2টো। ঘুম আসছে না। স্মৃতি ভারাক্রান্ত মন। আপনাদের সাথে ভাগ করছি।লিখতে তো পারিনা। তবু লিখছি। পড়লে আমার ভালো লাগবে।

আমার ছেলেবেলা কেটেছে আসাম প্রদেশের গৌহাটি শহরে। আমাদের স্কুল ছিল একটি পাহাড়ের পাদদেশে, সত্যিই পিকচার পোস্ট কার্ড এর মতো। সেই স্কুলের আলুমনি মিট হয়ে গেল গত ৬/১/১৯ তারিখ। সুস্থ থাকলে হয়তো যেতাম, হয়তো কেন নিশ্চয় যেতাম কিন্তু হা হতস্মী। fb community তে সেই মিটের খবরাখবর পেয়েছি। এবং বিনিদ্র রজনী যাপনের প্রারম্ভ।

আমার সহপাঠী, বন্ধুবর শঙ্কর রায়, যিনি বর্তমানে কামাখ্যা জং নামক রেল স্টেশনের স্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট, একটি মিষ্টির দোকান, যার নাম কলিতা সুইটস ,তার উল্লেখ করেছেন। ব্যাস আমার ছেলেবেলা তার সব melancholic memories নিয়ে আমার মননে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবং অনেক প্রশ্ন, চিন্তার খোরাক ময়রার show case র মতো থরে থরে সাজিয়ে দিয়েছে। আর বিস্বাস করুন শয্যা কে শত্রু মনে হচ্ছে।

ক্লাস 9। বড় হয়ে গেছি। বাড়ির টিফিন নেওয়া বন্ধ। বাবা জানতেন না। 30 পয়সা বাসাভাড়া। বাবা দিতেন 1 টাকা। আর টিফিনের জন্য মা আরও 1 টাকা। বেশিরভাগ দিন চার বন্ধু শর্টকাট করে হেঁটে যাওয়া আসা করতাম। 60 পয়সা বাঁচত। এইবার কলিতা সুইটস, টিফিনে সেই দোকানে আজব একটি পদ, যা আমাদের অনেকের ক্ষুণ্নিবৃত্তি করত। একটা loaf, ছুরি দিয়ে চার ভাগ করে কেটে মধ্যিখানে রসগোল্লার রস যাকে স্থানীয় ভাষায় শিরা বলা হয়, ঢেলে দেওয়া, অমৃতের cousin। মূল্য 60 পয়সা। মাঝে মাঝে ডেইলি কাস্টমার হওয়ার সুবাদে 50 পয়সা। তারপর schholgate এ কোনদিন আলুকাবলি, কোনদিন icecreme বা আরো বিভিন্ন item, তার budget 25 পয়সা। মোটামুটি 1 টাকা সেভিংস হতই। এইবার আসল মজা।

সেই উদ্‌বৃত্ত টাকায় মাঝে মাঝে গোল্ড স্পট বা থামস আপ, তখন দাম ছিল 3 টাকা, season এ বিশেষ কারো জন্য archie র গ্রিটিংস কার্ড। টুকটাক অনেক কিছুই হতো। সবথেকে বড় যা হতো, সেটা স্বর্গীয় আনন্দ, এখন কিছুতেই সেই আনন্দ পাই না। মনে হয় এখনকার শিশুরাও সেই রকম আনন্দ পায় না। আমার সন্তানকে দেখে সেটাই মনে হয়। অব্যশই change of lifestyle ইত্যাদি তার জন্য দায়ী।

যাই হোক কিছু ভুলভাল লিখলাম, আরো লিখতাম, সংযম দেখলাম । পরে হয়তো অতীতচারণ আবার হবে।
স্মৃতি কিছু আছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন, বর্তমান মিটমিট করে জ্বলছে, সবাই ভালো থাকবেন।